স্পট : মুন্সিগঞ্জ

‘কিরে মেলা থাইক্যা বিলকিসের লাইগ্যা কিছু কিনলি না?’

লিখেছেন **নোমান মোহাম্মদ** ও **রিপন হায়দার** ছবি: **আনোয়ার মজুমদার**

৯.৩০ : প্রিমিয়াম বাস থেকে মুক্তারপুর বাসস্ট্যান্ড নামলাম, আকাশ বেশ পরিষ্কার। ঢাকায় যখন বাসে উঠি আকাশে তখন মেঘের ঘনঘটা বুকে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছিল। ফিনফিনে বাতাস বইছে। স্ট্যান্ড থেকে নেমে হাঁটা পথে একটু এগোলেই ফেরী ঘাট। ছোট্ট একটি নদী। এপারে মুক্তারপুর ঘাট, ওপারে মুক্তারপুর বাজার। যাত্রী পারাপারের জন্য রয়েছে ফেরি এবং ট্রলার। জনপ্রতি দুই টাকা। আমরা একটি ট্রলারে উঠলাম। মুহূর্তেই ট্রলারটি মানুষে ভরে উঠল। এদের প্রায় সবাই মেলায় যাচ্ছে। আশপাশের গ্রাম এমনকি অনেকে ঢাকা থেকেও এই ঐতিহ্যবাহী মেলা দেখতে যাচ্ছেন।

১০.০০ : মুন্সীগঞ্জ থানার পাশে সদর রাস্তার প্রায় শ’তিনেক দোকান সারি সারি রকমারি জিনিসের পসরা সাজিয়ে মেলায় বিকিকিনি করছে। বেশির ভাগই মনিহারির দোকান। এসব দোকানে মেয়েদের রূপচর্চার জন্য বিভিন্ন দ্রব্য মজুদ আছে। আছে শিশুদের বিভিন্ন খেলনা সামগ্রীর দোকান। আরো আছে গ্রামীণ মেলার মূল আকর্ষণ ‘মিঠাই’-এর দোকান। বাদ যায়নি গৃহস্থালির সমুদয় জিনিসপত্রের দোকানও। এমন মেলা যে মানুষ টানবে এ আর বিচিত্র কি। প্রমাণ পেলাম একটু পরেই। মেলায় আগত দর্শনার্থীদের চাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত। আমাদের ফটোগ্রাফার ছবি নেয়ার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। মুখোমুখি দাঁড়ানো দোকানগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্ব তিন ফুটের মতো। এই ভিড় সামলে সামনে এগুনো কষ্টকর। ভিড় বাঁচিয়ে আমরা একটি পোস্টারের দোকানে ঢুকলাম। দোকানটিতে ভারতীয় চলচ্চিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রীসহ শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়ার মতো রাজনীতিবিদদেরও পোস্টার রয়েছে। মেলায় যত পোস্টারের দোকান আছে প্রায় সবই

পূর্ব পুরুষের ব্যবসা আঁকড়ে ধরে আছেন রঞ্জিত পাল

স্থানীয় তরুণদের। এরা কেউই পেশাদার নয়। মেলায় বাড়তি আয় করার জন্য এই দোকান দেয়া জানালেন দোয়েল সেন্টারের কর্ণধার মোঃ কর্নেল। সবই তো ভারতীয় নায়ক-নায়িকার ছবি। বাংলাদেশের নায়ক নায়িকার ছবি নেই কেন?

'বাংলা জিনিস পাবলিক খায় না ভাই'।

: কার পোস্টার বেশি বিক্রি হচ্ছে?

'সিদ্দিক'-এর।

: আরে, ঋত্বিক কে চেনেন না? ঐ যে 'কাহো না প্যায়ার হে' গান গায়। ওরেই তো আমরা সিদ্দিক কইয়া ডাকি।

১০.৩০ : শাওন, আজাদ, সেলিম, বাবু চার বন্ধু। শাওন বাদে তিনজন থাকেন ঢাকায়। পড়াশোনা করেন। শাওন স্থানীয় একটি কলেজে বিকম পড়ছেন। চারজন শৈশব থেকে একই সঙ্গে বেড়ে উঠেছেন। উচ্চ মাধ্যমিক শেষ হলে সবাই পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। ঢাকায় থাকলেও আজাদ, সেলিম, বাবুর মধ্যে দেখা হয় কদাচিৎ। এই মেলা ওদের একত্রিত হবার সুযোগ করে দিয়েছে। এবার যখন সবার দেখা হলো, তারা মেলায় একটি দোকান দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাদের দোকানটি ক্যাকটাস এবং গোলাপের বিভিন্ন প্রজাতির চারাগাছ দিয়ে সাজানো। তাদের অন্য আরেক বন্ধুর সহায়তায় সাভার থেকে চারাগাছগুলো আনা হয়েছে বলে জানালেন শাওন।

: বিক্রি কেমন?

-ভালো। এই চারাগাছগুলোর প্রতি মানুষের এতো আগ্রহ আমরা আশা করিনি। প্রতিদিন ৫০০-৭০০ টাকা বিক্রি করি।

১১.০০: ছেলেদের থেকে তুলনামূলকভাবে মেয়েদের উপস্থিতিই মেলায় বেশি। তাদের

মেলায় মেয়েদের উপস্থিতি ছিলো ব্যাপক, তবে প্রায় সবারই অভিযোগ ছিলো পরিবেশ নিয়ে

সব আগ্রহ মনিহারি দোকানগুলোর প্রতি। তবে শিশুরাও পিছিয়ে নেই। তারা মাটির তৈরি হাতি, ঘোড়া কিনছে। আবার কেউবা কাঠের তৈরি খেলনা কিনছে। ছোট মেয়েরা হাতে মেহেদীর ছাপ দিয়ে নিচ্ছে। মেলায় এসে তারা খুব আনন্দিত। দোকানদারও ফুরফুরে মেজাজে রয়েছেন। শিশু ক্রেতাদের ভিড় সব সময়ই তার দোকানে থাকে এমনই একজন দোকানদার মোঃ আলমগীর মামুন। তিনি প্লাস্টিকের গাড়ি, খেলনা পিস্তল, বাচ্চাদের বিভিন্ন খেলার সামগ্রী বিক্রি করছেন। সারা বছর মেলায় মেলায় ঘোরেন। বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করলে জানালেন গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া।

: আপনারা তো একবার নেত্রীরে প্রায় মাইর‍্যাই ফালাইছিলেন-

-'ছিঃ ছিঃ মামা হেই কথা আর কইয়েন না। বড়ই লজ্জার বিষয়। নিজের পরিচয় দিতে খারাপ লাগে।'

: তা আমাদের যে বললেন?

-'বুঝতে পারছি মামা আপনেরা সাংবাদিক। তাই কইছি। অন্য কেউ হলে কইতাম আমার বাড়ি বিক্রমপুর।' বিক্রমপুর কেন? জিজ্ঞেস করতেই দাঁত বের করে হেসে বললেন আলমগীর মামুন 'আমার শ্বশুর বাড়ি যে।'

১১.৩০ : মেলায় আসবাপত্রের দোকান দিয়েছেন আয়াত আলী। তার কাছ থেকেই জানা গেলো এই ঐতিহ্যবাহী মেলার ইতিহাস। মেলাটি ২৫০-৩০০ বছরের পুরনো। বাংলা ২৯ শ্রাবণ মনসা পূজা শেষ হওয়ার তিন দিন পর ২ ভাদ্র এই মেলা শুরু হয়, চলে ২৭ ভাদ্র পর্যন্ত। প্রতিবছরই নিয়ম করে এই মেলা আয়োজিত হয়। এই নিয়মের ব্যত্যয় কখনো হয়নি। মুন্সীগঞ্জ থানার পার্শ্ববর্তী এই জায়গাটা একসময় খাল ছিল, মেশিন দিয়ে বালু তুলে এই খাল ভরাট করা হয়। এক সময় মেলায় প্রাণ ছিল। বাংলার ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির ধারক পুতুল নাচ, যাত্রাগান, পালাগানসহ জুয়া, চড়কগাছ খেলা মানুষ প্রাণ ভরে উপভোগ করত। সময়ের বিবর্তনে এসব প্রাচীন ঐতিহ্যের বিলুপ্তি এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের জন্য এ মেলা ধীরে ধীরে মানুষের মনোযোগ হারিয়ে ফেলে।

: ওরা বিএনপি-আওয়ামী লীগ করতে করতে মেলার জোশ নষ্ট কইরা ফালাইছে।

- আয়াত আলীর এ কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে আরো অনেকের মুখে।

খাবারের দোকানগুলোও ছিলো জমজমাট

১২.০০ : নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ থেকে এসেছেন এসাহির মিঞা। আচার নিয়ে সারা বছর বাংলার মেলায় মেলায় ঘুরতে তার ভালো লাগে। তার আচার বিক্রির ধরনও একটু। লটারি আচার। কাগজের টুকরার ওপর লেবুর রস দিয়ে ১-১০ পর্যন্ত বিভিন্ন সংখ্যা লেখা হয়, সেটা বিমূর্ত থাকে। প্রতিটি কাগজের টুকরা ১ টাকা দামে বিক্রি হয়। এই বিশেষ কাগজের টুকরাটি পানিতে ছেড়ে দিলে সংখ্যাটি দেখা যায়। তারপর সেই সংখ্যামাফিক ক্রেতাকে আচার দেয়া হয়। তবে এই দোকানের প্রায় সব ক্রেতাই শিশু।। বড়রাও মাঝে মাঝে ঢুঁ মারেন। কথা হলো প্রথম শ্রেণীর ছাত্র রিয়াজুল ইসলামের সঙ্গে। ৩৫ টাকা নিয়ে মেলায় এসে সে ৩০ টাকা দিয়ে একটা খেলনার গাড়ি কিনেছে। ৪ টাকার কিনেছে মিষ্টি। বাকি থাকে ১ টাকা। তো হয়ে যাক লটারি। সে লটারি কিনল। না লাগল না। একটাই আচার পেল।

: আচার খেতে ভালো লাগে?

-হুঁ। তবে বাড়িতেই আচার খাই। খোলা আচার খাই না।

: এখন খেলে যে?

-'ভাগ্য পরীক্ষার জন্য'। একগাল হেসে সে বলল।

১.০০ : 'প্রচন্ড গরম'। যারা মেলায় আছেন, তারা সবাই গরমে হাঁস-ফাঁস করছেন। ভরদুপুর বলে লোকসমাগম এখন একটু কম। কিন্তু দোকানিরা? তারা তো আর দোকান ছেড়ে কোথাও গিয়ে বিশ্রাম নিতে পারে না।

: দোকান ছাইড়া কেমনে যাই? আর যামুই বা কই? আমি তো এই এলাকার না।

বাঁশ-বেতের তৈরি বিভিন্ন জিনিসপত্রের দোকানের মালিক রবিউল আউয়ালের এই কথার সূত্র ধরে একটি তথ্য পাওয়া গেলো। বেশির ভাগ দোকান দিয়েছে অন্যান্য জেলার লোকজন। স্থানীয় ছেলেরা শুধু কয়েকটি দোকান দিয়েছে। সেসব দোকান পোস্টার ক্যাসেটের। রবিউল আউয়াল নিজের তৈরি হাতপাখা দিয়ে নিজেকে বাতাস করছেন আর বিড়বিড় করছেন আপন মনে,

'শালার পাবলিক এই গরমেও পাংখা কিনে না। মইরা যাইবো, তবুও পকেট থেইকা পয়সা বাইর করবো না।' তাকে জিজ্ঞেস করলাম,

: মেলা করেন কতদিন?

-প্রায় পচ্চিশ বচ্ছর।

: তা এবারের বিক্রি কেমন?

- এক্কেরে ভালা না। আর গরমেও অবস্থা টাইট। অবশ্য বিক্রি বাড়লে এই গরম লাগত না-

বিক্রি কম, গরম তাই বেশি লাগছে রবিউল আউয়ালের

বলেই দাঁত বের করে হাসলেন তিনি। আশা করছেন শেষ কয়েকদিনে বিক্রি অনেক বাড়বে।

২.০০ : মেলার প্রাণকেন্দ্রে হঠাৎ উত্তেজনা। প্রায় সমবয়সী দু'জন কিশোর মারামারি করছে। দোকান দাররা মজা পেয়ে গেলো। মারামারি ছাড়ানোর কোনো উদ্যোগ তারা নিচ্ছে না। হুড়মুড় করে দু'জন গিয়ে পড়লো এক পারফিউমের দোকানে। হরেক রকম দুই নম্বর (!) পারফিউম থরে থরে সাজানো। ছেলে দুটো সেখানে গিয়ে পড়াতে দু'টো শিশি ভেঙে গেলো। দোকানদার ইসহাক আলী ধরে ফেললো দু'জনকেই। তারা নালিশ জানাচ্ছে একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে।

: ওয় দোকান থেইকা মাল চুরি কইরা পালাইতাছিলো। আমি ধইরা ফালাইছি

-মিছা কতা। আমার কাছে যদি চেক কইরা মাল না পাস তাইলে কিন্তু ফাটাইয়া ফালামু।

: মাল পামু কেমনে? তুই তো তা ঢিলা মাইরা দোকানের তলে ফালাইছস্।

-হুঁশ কইরা কতা কইস্। নাইলে ধইরা কাচা খাইয়া ফালামু, এক্কেরে লবণ ছাড়াই খামু।

দু'জনকে কোনোমতেই সামলাতে পারছে না ইসহাক মিয়া। ফজল ও বাবুলকে দু'টো থাপ্পড় মেরে দু'দিকে পাঠিয়ে দিলো সে। জিজ্ঞেস করলাম,

: ছাইড়া যে দিলেন, আপনার সেন্টের দাম কে দিবো?

-ওরা পোলাপাইন মানুষ; ট্যাকা পাইবো কই? আর দুইডা শিশির লাইগা ইসহাক মিয়া মরবো না।

২.৩০ : 'কিরে মেলা থাইক্যা বিলকিসের লাইগ্যা কিছু কিনলি না?' কণ্ঠস্বরের উৎস ধরে খুঁজে বের করলাম আনোয়ারকে। প্রশ্নটি সে করেছে বন্ধু জলিলকে। 'বিলকিস কে ভাই?' সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালো আনোয়ার। সাংবাদিক পরিচয় দিতেই একটু সহজ হলো। 'কিন্তু ভাই আপনাগো তো কিছু কমুনা। আপনারা পত্রিকায় তুইল্যা দিবেন। বন্ধুর একটু

একদল রোনাল্ডো- সমগ্র মেলার দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনেছিলো নিজেদের দিকে

পবলেম আছে।'

: কি প্রবলেম?

-'না মানে পত্রিকায় উঠলে বিলকিসের বাবা-মায় যদি দেখে, তাইলে জলিলের খবর আছে।

৩.৩০ : 'ভাই চাঁদাবাজির কথা কিছু লিখবেন না?' আলীম ডাকল আমাদের। তারও একটি মনিহারির দোকান আছে। জিজ্ঞেস করলাম। কে চাঁদা নেয়?

- 'তা তো চিনি না। তবে প্রতিদিন ২০-৫০ টাকা দিতে হয়।

: না চিনলে চাঁদা দেন কেন?

-কি করমু, বাধ্য হইয়া দিতে হয়।

: কমিটির কাছে নালিশ দিয়েছেন?

-ওরা পিছনে না থাকলে কি চান্দা নিতে সাহস পাইতো?

খোঁজ শুরু করলাম মেলা কমিটির। পাওয়া গেল কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ স্বপনকে। তিনি আবার মুন্সীগঞ্জ জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক। সে জানালো প্রতিবছর এই মেলায় গন্ডগোল হতো। কিন্তু এবার বিপত্তি এড়ানোর জন্য নয়াপাড়া, ইসলামপুরসহ আশপাশের এলাকার লোকজনদের নিয়ে মেলা পরিচালনা কমিটি গঠিত হয়। ফলে এবার কোনো রকম ঝামেলা হয়নি। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এবার মেলায় মনে হয় লোকজন কম?

- হ্যাঁ। মানুষের হাতে টাকা পয়সা নেই। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও ভালো নয়।

: মেলার পরিবেশ কেমন?

-আমরা শান্তি-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সুষ্ঠু রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

: দোকনদাররা বলছে তাদের কাছ থেকে প্রতিদিন চাঁদা নেয়া হচ্ছে...

-এরকম অভিযোগ কোনো দোকানদার

মেহেদি লাগানোতে শিশুদের আগ্রহ ছিলো সীমাহীন

আমাদের কাছে করেনি। চাঁদাবাজদের চিহ্নিত করলে আমরা অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব।

: মেলায় এই দোকানগুলো বরাদ্দ কিসের ভিত্তিতে দেয়া হয়েছে?

- দোকানগুলো স্থাপনের সময় এককালীন ১০০-২০০ টাকা নেয়া হয়েছে।

: কারা নিয়েছে এই টাকা?

-আমরাই টাকা তুলে পৌর চেয়ারম্যানের কাছে জমা দিয়েছি। পরে এগুলো জেলার উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত হবে।

৫.০০ : নকশা করা হাতি, ঘোড়া, ফুলাদানী, কামান (বড় ফুলদানী) বিক্রি করেন সাভারের নৌহাটি থেকে আসা রঞ্জিত পাল। এটা তার পূর্বপুরুষের ব্যবসা। ঢাকার শিশু একাডেমি, দোয়েল চত্বরে তার ব্যবসা। সারা বাংলাদেশে চাহিদা মতো মাল সরবরাহ করে। এক সময় রমরমা ব্যবসা হতো। সারা দিন কাজ করেও কুলাতে পারতো না । কিন্তু মানুষ এখন ঘরদোর সাজানোর জন্য আর মাটির তৈরি জিনিস কেনে না। যুগ বদলের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ফ্যাশন, রুচিরও পরিবর্তন হয়েছে। এসব মাটির তৈরি জিনিসের পরিবর্তে চোখ-ধাঁধানো ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী মানুষের ঘরে স্থান করে নিয়েছে। যে কারণে রঞ্জিত পালদের চাহিদা এখন অনেক কম। তবে গ্রাম প্রধান বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসব জিনিসপত্রের চাহিদা এখনো অটুট। রঞ্জিত পালকে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যবসা যদি মন্দা যায় তাহলে এখনও এ ব্যবসা করেন কেন?

-বাপ দাদা করছে। এ ব্যবসা করে যা পাই তাতে সংসার ঠিকমতো চলে না। কিন্তু দুবেলা পেট ভরে খাইতে পারি। তাছাড়া পূর্বপুরুষের ব্যবসা ছাড়তে মন চায় না।'

মেলার নেশা রক্তে ঢুকে গেছে মোসলেম মিয়ার

৬.০০: সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। দোকান-গুলোতে বিজলি বাতি জ্বলে উঠছে। তৃতীয় শ্রেণীর ময়ূর মায়ের সঙ্গে মেলায় এসেছে। সে পাতিল, ডিবা কিনছে। প্রথমবারের মতো মেলায় এসে খুব ভালো লাগছে বলে সে জানাল। পাশের দোকানেই দু'মহিলা কেনাকাটা করছেন। নাম জানাতে ঘোর আপত্তি তাদের। অনেক করেও তাদের বোঝানো গেল না নামে কিছু আসে যায় না। একজনকে বললাম, ধরে নিলাম আপনার নাম অনামিকা।

-ধরার দরকার নেই। আমার নামই অনামিকা।

: মেলার পরিবেশ কেমন?

- মোটামুটি। তবে বখাটেদের উৎপাত থেকে এখানেও রেহাই নেই। মেয়ে দেখলে ধাক্কাধাক্কি করে।

মাটির তৈরি জিনিসের দোকানটির সামনে বেশ ভিড়। সবুজ, শামীম মাটির তৈরি জিনিস কিনছে ঘরে সাজিয়ে রাখার জন্য।

: বান্ধবীদের মেলায় নিয়ে আসেননি?

- কেবল ১৬ বছর বয়স ভাই, বান্ধবী পামু কই!

জীবন চৌধুরী ঢাকায় চাকরি করেন। মুন্সীগঞ্জে তার গ্রামের বাড়ি। ৩ বছরের ছেলে স্মরণকে নিয়ে মেলায় এসেছেন। স্মরণ

শিশুদের আকর্ষণের জন্য দোকানির প্রানান্তকর প্রচেষ্টা

স্ট্যান্ডার্ড ওয়ানে পড়ে। সে মেলা থেকে খেলনা মোবাইল, ট্যাংক কিনেছে। মফস্বল এলাকায় সাধারণত যে ধরনের মেলা হয় সে তুলনায় এ মেলা যথেষ্টা রিচ- বললেন জীবন চৌধুরী। সেখান থেকে আরো সামনের দিকে যাবার জন্য এগোচ্ছি। পেছন থেকে ডাকল সবুজ, শামীম। ভাই বান্ধবীর কথা জিগাইলেন। তা আমাদের বান্ধবী জোগাড় কইর‍্যা দ্যান না।'

৬.৩০ : মেলার এক প্রান্তে খাবারের দোকান। সেখানে চটপটি, ফুচকা, চিংড়ি ভাজা বিক্রি হচ্ছে। ভিড় বেশি চিংড়ির দোকানেই। গোলানো ময়দায় চিংড়ি ডুবিয়ে তা ভেজে বিক্রি করা হচ্ছে। অবশ্য একে চিংড়ি না বলে 'চিংড়ির খোল' বলাই ভালো। কারণ শুধু মাথার খোলটুকুই বিক্রি করা হচ্ছে।

: কি করমু ভাই! ইচা মাছের শইল তো বিদেশে বেইচা ফালায়। আমরা তো খোলসা পাই। তাই এই খোলসাই পাবলিকরে খাওয়াইতে হয়।

চিংড়ি বিক্রেতা ইয়াছিনকে এজন্য খুব বিষণ্ন মনে হচ্ছে।

ছোট্ট শিশু ছামেদুল। ঠিকমতো কথাও বলতে পারে না। কিন্তু বাবার কাছে তার আবদার একটিই- ফুটবল তাকে কিনে দিতেই হবে। 'ফুটবল খেলে কি হবে?' জিজ্ঞেস করতেই ফোকলা দাঁতে হেসে বললো, 'আমি নোনাল্ডো হবো।'

এমন সময় মেলার এক প্রান্ত দিয়ে একদল রোনাল্ডোকে আসতে দেখা গেলো। সবার মাথা কমানো।

: কি ভাই, বিশ্বকাপের জন্য কি মাথা কামালেন?

হৈ হৈ করে উঠলো ৮/১০ জন সমবয়সী ছেলে।

: না রে ভাই, বিশ্বকাপ না। মেলা উপলক্ষ্যে কামিয়েছি।

৭.০০ : হঠাৎ করেই ইলেকট্রিসিটি চলে গেলো। তবে পুরো মেলায় না, শুধু একপাশে। মুহূর্তেই সে দিকটা অন্ধকার হয়ে গেলো। একই সঙ্গে শোনা গেলো হাজারো কণ্ঠের চিৎকার-

-ওই সবাই দোকান সামলা, কেউ জানি কিছুতে হাত না দেয়।

- এই কে রে আমার পায়ে পাড়া দিলো?

-আব্বু তুমি কোথায়?

এমনি বিভিন্ন ধরনের চিৎকার শুনতে পাচ্ছি চারদিকে। এরই মধ্যে দোকানগুলোতে আলো জ্বলে উঠছে। কেউবা কুপি, কেউ হারিকেন আবার কেউ হ্যাজাক দিয়ে নিজ নিজ দোকান আলোকিত করছে। পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র মুফিত তার বাবাকে খুঁজে পেয়েছে। দোকানদাররাও মুহূর্তের মধ্যে তাদের দোকান সামলে নিল। কারো কারো অভিযোগ, তাদের দোকান থেকে জিনিস চুরি হয়েছে।

'কারেন্ট যাওনের সময় এক পিচ্চি মাটির ঘোড়া দেখতাছিলো। বাত্তি জ্বালানের পর দেহি, আমার ঘোড়াও নাই, পিচ্চিও নাই।'

দোকানদার মহির মিয়ার মতো এরকম অভিযোগ করতে শোনা গেলো আরো কয়েকজনকে।

৭.৩০ : বৃদ্ধ মোসলেম মিয়া তার নিজের বয়স কত তা জানেন না। তবে এটুকু বলতে পারলেন যে, ছোটবেলা থেকেই বাবার সঙ্গে মেলায় মেলায় ঘুরেছেন। বিক্রমপুরে রাজবাড়ি দীঘিরপাড় তার বাড়ি। আশপাশের যে কোনো জায়গায় মেলা হলে তিনি মনিহারি দোকানের পসরা নিয়ে চলে যান। আফসোস নিয়ে তিনি বললেন,

-শইল্যে কুলায় না। এজন্যই দূরের মেলাগুলাতে যাইতে পারি না।

: এই বয়সে আর দৌড়াদৌড়ি করার দরকার কি? গ্রামে নিজের দোকানে থাকলেই পারেন?

- কি যে কন বাবা! এইডা কেমনে সম্ভাব? মেলার একটা আলাদা নিশা আমার রক্তে আছে। এইডা থিক্কা তো আর বাইর হইতে পারি না।

: বিক্রি কেমন হচ্ছে?

- ভালা না, ভালা না। বছর বছর মেলায় দোকান বাড়তাছে, আর বিক্রি কমতাছে।

: আগের দিনের মেলার সঙ্গে এখনকার মেলার পার্থক্য কি?

- বহুত তফাত। আগে মেলায় জোশই আছিল অন্যরকম। কোনো গ্যাঞ্জাম হইতো না। সবাই আনন্দ-ফুর্তি করতো। আর এহন তো ঠুস্-ঠাস্ লাইগাই থাকে।

৮.৩০ : দোকানের লাইটগুলো একে একে নিভে যাচ্ছে। দোকানদাররা সারাদিনের বেচাকেনার হিসাব মিলাচ্ছেন। দর্শকদের ভিড়ও এখন অনেক কমে এসেছে। সারাদিন মেলায় থাকার কারণে অনেক দোকানদারই আমাদের পরিচিত। এমনই একজন পরামর্শ দিলো, 'দাদা আফনেরা রওনা দেন, নাইলে ঢাকা ফিরনের বাস পাইবেন না।' রওনা দিলাম ঢাকার উদ্দেশ্যে। পেছনে পড়ে রইলো কর্মব্যস্ত একটি দিন।